তারিখ ... 4 JUL 2017
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৬

প্রথম আলো

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নিয়েও বহাল তবিয়তে শিক্ষা কর্মকর্তা

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ●

দুর্নীতির ছয়টি মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে। তিনটিতে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। তবু বহাল তবিয়তে চাকরি করছেন জয়পুরহাট জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ। নাটোরের লালপুরে ভুয়া শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তাঁকে প্রধান আসামি করে সাতটি মামলা করে। তবে ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ দাবি করেছেন, তিনি জামিনে আছেন।

ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর বাড়ি সিরাজগঞ্জের সদর থানার রায়পুর এলাকায়। ওই থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন বলেন, ওই কর্মকর্তার নামে তিনটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে। তাঁর বাড়ি থানার রায়পুর এলাকায়। বাড়ি গিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়নি। তিনি কোন জেলায় কর্মরত আছেন, এ ব্যাপারে তাঁদের কাছে কোনো নির্দিষ্ট তথ্য নেই।

দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় রাজশাহী সূত্রে জানা গেছে, ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর এই কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক ওয়াজেদ আলী বাদী হয়ে লালপুর থানায় আটটি মামলা করেন। এর মধ্যে সাতটি মামলাতেই প্রধান আসামি করা হয় নাটোরের সাবেক জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে। একটি মামলায় তাঁকে আসামি করা হয়নি।

আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরা পরস্পর যোগসাজশে নিজ ক্ষমতার অপব্যবহার করে প্রতারণা ও জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন। এর মাধ্যমে তাঁরা নিজে লাভবান হয়েছেন এবং অন্যজনকে লাভবান করার উদ্দেশ্যে কোনো নিয়োগ পরীক্ষা ছাড়াই সম্পূর্ণ বিধিবহির্ভূতভাবে এই শিক্ষকদের নিয়োগ দিয়েছেন, এমপিওভুক্ত করেছেন এবং বেতন ওঠানোর চেষ্টা করেছেন। এ কাজ করে তাঁরা ১৯৪৭ সালের দুই নম্বর দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫ (২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

এর আগে ২০১৪ সালের ২৯ নভেম্বর *প্রথম আলোর* শেষের পাতায় 'লালপুরে ১২ বিদ্যালয়ের ৪৫ ভুয়া শিক্ষক এমপিওভুক্ত' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এই ১২ বিদ্যালয়ের একটির ঘটনা নিয়ে দুদক মামলা করে।

এদিকে ২০১৪ সালের এপ্রিলে নাটোর থেকে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে ঝিনাইদহ জেলায় বদলি করা হয়। সেখান থেকে আগস্ট মাসেই তিনি নওগাঁয় বদলি হয়ে আসেন। এরপর ২০১৫ সালের আগস্টে তাঁকে বগুড়ার সারিয়াকান্দি সরকারি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক হিসেবে বদলি করা হয়। তখন থেকে গত ৪ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি ওই বিদ্যালয়েই চাকরি করেন।

এখনো তিনি জয়পুরহাট জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হিসেবেই কর্মরত রয়েছেন। গতকাল মুঠোফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, মামলার অভিযোগপত্র ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানার বিষয়টি তিনি অবগত আছেন। জামিনের একটা প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর আবার ফোন করে তিনি দাবি করেন, মামলাগুলোতে তিনি জামিন নিয়েছেন।